প্রথম আলো

তারিখ ... 31 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

এবারও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড দেশসেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাসের হারে এবারও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সারা দেশের মধ্যে সেরা হয়েছে। এবার এই বোর্ডে পাসের হার ৯৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৯৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত বছরও রাজশাহী বোর্ড পাসের হারে সারা দেশের মধ্যে সেরা ছিল।

এর আগে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো এই বোর্ড পাসের হারে সারা দেশের মধ্যে সেরা হয়।

তবে এবার এই বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিদ্যালয় ৪৬টি বেড়েছে এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে ৫ হাজার ১২১ জন। তারপরও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এবার ১৫ হাজার ৮৭৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র ৮ হাজার ৬১২, ছাত্রী ৭ হাজার ২৬১ জন। গতবার ১৯ হাজার ৮১৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

রাজশাহীতে বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেন রাজশাহী সরকারি টিটি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ আবদুস সামাদ মণ্ডল। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'শিক্ষার গুণগত মান কমে যাওয়ার কারণেই এটা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে উত্তর দিতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে।'

> এবার এই বোর্ডে পাসের হার ৯৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এর আগে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো এই বোর্ড পাসের হারে সারা দেশের মধ্যে সেরা হয়

এবার বোর্ডে ২ হাজার ৫৮৮টি বিদ্যালয় থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার ৫২০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ২১ হাজার ১০৮ জন। ছাত্রীদের পাসের হার ৯৫ দশমিক ০৯, ছাত্রদের ৯৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

এবার রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৯৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ, বাণিজ্যে ৯৫ দশমিক ১৫ ও মানবিক বিভাগে পাসের হার ৯১ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

রাজশাহী জেলার মধ্যে এবার রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ সবচেয়ে ভালো করেছে। তাদের ৫৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শামসুল কালাম আজাদ বলেন, 'ভালো ফলাফল মূলত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ওপরই নির্ভর করে। শিক্ষাবোর্ডের একটা ছোট ভূমিকা থাকে সেটা হচ্ছে মূল্যায়নটা সঠিকভাবে করা। এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করার জন্য তাঁরা বোর্ডে পরীক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। তা ছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল।'

তবে তিনি মনে করেন, হরতাল-অবরোধের কারণে গতবারের চেয়ে বোর্ডের পাসের হার একটু কমেছে। হরতাল-অবরোধ না থাকলে এবারের ফলাফল আরও বেশি হতো বলে তিনি মনে করেন।